পলিসি ব্রিফ
#১২৯/২০২৩
সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

শিক্ষা খাতের কার্যক্রমে সুশাসন বাস্তবতা ও সুপারিশ

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।[১] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, লিঙ্গ-ভিত্তিক সাম্য অর্জন, তথ্য-প্রযুক্তির সন্নিবেশ, নির্ধারিত সময়ে বই প্রাপ্তি, কোচিং বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন এবং অবকাঠামোগতভাবে বিভিন্ন অগ্রগতি লক্ষণীয়। তবে, শিক্ষা খাতে কোভিড-১৯ অতিমারি জনিত নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও– এখনও নানা সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা বিদ্যমান।

"সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা। ২০২১ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপে শিক্ষা খাতসহ মোট ১৭টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ অংশীজনের নিকট প্রেরণ করা হয়। পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদনটি টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

যেসব খানা সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড/এমপিওভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শিক্ষা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানার ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১৫ শতাংশ। জরিপে যেসব খানা এ খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, সেসব খানা গড়ে ৭০২ টাকা দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ক্ষেত্রে গড়ে ৫৮৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৭৯৬ টাকা। বিষয় অনুযায়ী শিক্ষা সেবার বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির সার্বিক চিত্র নীচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো–

সারণি : শিক্ষা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতিসম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্য

বিষয়	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন			
সরকারি	৩১.৩	১৪.৪	৬০৯
বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত)	৩৩.৩	১৮.০	৭২৭
স্বায়ত্তশাসিত	১৮.০	৫.৯	-
শিক্ষার স্তর			
প্রাক-প্রাথমিক	২৯.৬	২৩.৯	-
প্রাথমিক	২৫.৩	১৩.৫	২০১
মাধ্যমিক	৩৮.১	১৮.৫	৭৮৭
উচ্চ মাধ্যমিক	৩১.২	১৪.০	১,০০৪
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	২৪.৫	৭.৪	১,২৩৯
শিক্ষা-ব্যবস্থার ধরন			
জাতীয় পাঠ্যসূচি (বাংলা)	৩৪.০	১৭.২	৬৮৬
জাতীয় পাঠ্যসূচি (ইংরেজি)	৯.৭	-	-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

[১] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা.....।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

[২] বিস্তারিত দেখুন https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরে

বিষয়	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
মাদ্রাসা	২৬.৮	১৭.৬	৪৮৬
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)	২৫.৬	৫.৮	৮৬১
কারিগরি ও অন্যান্য	২৬.৬	১০.৮	৭৩৮
শিক্ষা সেবার ধরন			
টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট	৬১.০	৫৯.৬	২৩৬
কোচিং/প্রাইভেট টিউশন	৬০.৪	০.৮	-
পাঠদান/অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক/অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া	৩৩.৬	৩.২	৩৬৫
নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)	১৯.৫	১১.০	৫১২
ভর্তি/পুনঃভর্তি	১৫.৫	১০.৭	৬৯৯

সুপারিশমালা

খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং ইতোপূর্বে সম্পাদিত টিআইবির বিভিন্ন গবেষণা[৩] ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা সেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে এ পলিসি ব্রিফটি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. ইউনেস্কো ঘোষণার অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে শিক্ষা খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০ শতাংশ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। পাশাপাশি সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে।

২. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৩. অনলাইন/ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং স্কুল ক্যালেন্ডার প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা খাতে ডিজিটাল সেবা প্রদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও তা কার্যকর করতে হবে। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও আইসিটি উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার থাকতে হবে। সরকারিভাবে/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

৫. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং এমপিওভুক্তিতে "ওয়ান স্টপ" সেবা চালু করতে হবে।

৬. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সকল বেসরকারি ও রেজিস্টার্ড/এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবাভেদে গৃহীত ফির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৮. পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে শিক্ষকদের জন্য প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কতটুকু কার্যকর হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. খাবার বিতরণ/"মিড-ডে মিল" কার্যক্রম সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করতে হবে।

১০. করোনার কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়া পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও দীর্ঘ সময়ের জন্য শিক্ষা ঋণগ্রহণের সুযোগ চালু করতে হবে।

---

[৩] 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' এর সবগুলো প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/all; মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০২১) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/6337; সাভার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১৯) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/5790; সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১৬) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/5110; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড: পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১৭) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/5397; প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় (২০০৮) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/502; সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার (২০০৭) বিষয়ক টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/497

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

১১. বিষয়ভিত্তিক বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে "শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের" অধীন সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ "বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন" গঠন করতে হবে।

১২. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষাসংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৩. সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বর্তমান বার্ষিক মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করতে হবে।

১৪. শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে–

- অভিযোগ প্রতিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করা এবং সকল প্রকার সমস্যার বিষয়ে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- অভিযোগ বক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিয়মিত (প্রতি মাসে), ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১৬. বিভিন্ন শিক্ষা সেবা (যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট উত্তোলন, নিবন্ধন, ভর্তি/পুনঃভর্তি, পাঠদান/প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদি) প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৭. শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনো প্রকার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

১৮. শিক্ষা খাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক আয় ও সম্পদসম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৯. শিক্ষা খাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

২০. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আচরণগত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh